দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪১
২৭ মে ২০১২

সৈয়দপুর (নীলফামারী): পল্লী প্রকৃতির অপরূপ আভরণ ঘুঘু পাখি কি শেষ পর্যন্ত হারিয়ে যাবে -ইত্তেফাক

ঘুঘু ডাকা দুপুরে ঘুঘু কই?

সৈয়দপুর (নীলফামারী) সংবাদদাতা

নীলফামারী জেলার গ্রামে-গঞ্জে সর্বত্র একসময় প্রচুর ঘুঘু পাখি দেখা যেত। অনেকে বাড়িতে খাঁচায় পুষতো। গ্রামবাংলায় পরিচিত পাখি ছিল ঘুঘু। বর্তমানে ঘুঘু হারিয়ে যেতে বসেছে।

বাংলার কৃষকের মাঠের ধান ঘরে তোলার সময় ঘুঘুর ডাকে চারদিকে মুখরিত হয়ে উঠতো। তখন ধানের জমিতে ঘুঘু পাখির উৎপাত কৃষকদের আনন্দ দিত। গ্রামের বড় বড় গাছে, ঝোপ-জঙ্গল, খেলার মাঠ ও বাড়ির আনাচে-কানাচে এদের দেখা মিলত। সাধারণত জোড়ায় জোড়ায় বা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বিচরণ করতো ঘুঘু পাখি। ঘুঘুর প্রধান খাদ্য ধান ও সরিষা। এছাড়া এসব পাখি ঘাস, আগাছার বিচি, শষ্যদানা, ফলের কুঁড়ি ও কচিপাতা খেয়ে থাকে। বর্তমানে ধানচাষে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করায় সেই ধান খেয়ে বিষক্রিয়ায় মারা পড়ছে ঘুঘু পাখি। তেমনি প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে প্রজনন ক্ষমতাও কমে যাচ্ছে ঘুঘু পাখির। এখন ঘুঘুর দেখা মিলে কদাচিৎ।

স্ত্রী ঘুঘু থেকে পুরুষ ঘুঘু দেখতে বেশি সুন্দর। স্ত্রী ঘুঘু পাখি পুরুষ পাখির চেয়ে ছোট। পুরুষ ঘুঘুর মাথা নীলচে- ধূসর, পিঠ ও ডানার পালক গোলাপী- মেরুন, ডানার পেছনের অংশে কালচে, বুক ও পেট হালকা হলদে-ধূসর। স্ত্রী পাখির রঙ পুরোপুরি আলাদা। ঘুঘু পাখি সারা বছর প্রজনন ক্ষমতা ধারণ করে। সাধারণত উঁচু গাছের শাখায় ঘাস ও খড়কুটো দিয়ে বাসা বানায়। স্ত্রী পাখি প্রজননের সময় দুটি সাদা রঙের ডিম পাড়ে। ডিম পাড়ার ১২ দিন পর তা থেকে বাচ্চা বের হয়। বাসা বানানো থেকে বাচ্চা পালন করার কাজ স্ত্রী-পুরুষ মিলেমিশে করে। পাখি বিশেষজ্ঞদের মতে, রাসায়নিক সার ও কীটনাশকযুক্ত খাবার খাওয়ার ফলে পাখির পরিমাণ হ্রাস ও ডিম পাড়ার হার কমে যাচ্ছে। এছাড়া নিরাপদ আশ্রয়ের অভাব, প্রতিনিয়ত ব্যাপকহারে শিকার ও বনজঙ্গলের অভাবে প্রকৃতি থেকে হারিয়ে যাচ্ছে ঘুঘুসহ বিভিন্ন জাতের পাখি।